দৈনিক জনকণ্ঠ

৭

তারিখ ... JUL 20 1998 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের অভাব

প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা সত্ত্বেও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হচ্ছে না

আহমেদ দীপু

প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা সত্ত্বেও অর্থ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের অভাবে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ফলে নানা ধরনে জটিলতা টিকে থাকায় প্রশাসনে গতি আসছে না। অথচ বিশ বছর চাকরির পর পেনশন এবং অবসর নেয়ার বয়স বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে প্রশাসনের বিদ্যমান কাঠামোয় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ছাড়া, নতুন চাকরি ও পদোন্নতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

প্রশাসনের পদোন্নতিসহ নানা ধরনের জটিলতা নিরসনে সংস্কার কমিশন সরকারের কাছে বিশ বছর পর পেনশন এবং অবসর নেয়ার সময় আরও তিন বছর বৃদ্ধি অর্থাৎ ৬০ বছর করার সুপারিশ করে। এ সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে প্রশাসনে বিদ্যমান অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। যেমন চাকরির বয়স ২০ বছর পূর্ণ করেছেন এমন অনেক কর্মকর্তা জানেন, ভবিষ্যতে পদোন্নতির মাধ্যমে তাঁর পক্ষে উর্ধতন পদে যাওয়া কতটা সম্ভব। এ ধরনের কর্মকর্তারা পূর্ণ পেনশন পেলে অবসরে যেতে রাজি রয়েছেন। এঁরা চলে গেলে তাঁদের পদে নতুনভাবে পদায়ন করে পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতার নিরসন হবে। নিচের দিকে নতুন নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর চাকরি থেকে অবসরের বয়স ৬০ বছর করা হলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রয়োজন

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা

(১২-এর পাতার পর)

পড়বে না। ফলে দীর্ঘদিন যাবত পদোন্নতি না পাওয়ায়, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার জন্য এবং চাকরির ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টি না হওয়ার কারণে বর্তমান সরকারের ওপর যে চতুর্মুখী অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসন করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী এ জন্য সংস্কার কমিশনের এ সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করায় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটছে না।

চাকরি থেকে অবসর নেয়ার বর্তমান আইনের নয় অনুচ্ছেদে স্বেচ্ছা অবসরের ধারায় বলা হয়েছে, ২৫ বছর চাকরির পর সরকার বাধ্যতামূলকভাবে বা কোন চাকরিজীবী ইচ্ছাকৃতভাবে চাকরি থেকে অবসর নিতে পারেন। এ সময় তাঁকে পূর্ণ পেনশন সুবিধা দেয়া হবে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এ ধারাটি সংস্কার করলেই (২৫ বছরের জায়গায় ২০ বছর) তা এক্ষেত্রে কার্যকর করা সম্ভব। এতে কোন সমস্যার সৃষ্টি করবে না। কারণ বর্তমানে চাকরি ১০ বছর পূর্ণ হলেই তা পেনশনযোগ্য বলে গণ্য হয়ে থাকে। চাকরির বয়স ১০ বছর হওয়ার পর কেউ অবসর নিলে তাকে সর্বশেষ মাসে উঠানো মূল বেতনের ৩২ শতাংশ পেনশন হিসাবে দেয়া হয়। আর ২৫ বছর পর দেয়া হয় ৮০ শতাংশ হারে পেনশন। যদি ২০ বছর পর এই ৮০ শতাংশ পেনশনের সুবিধা দেয়া হয় তবে অনেক কর্মকর্তা স্বেচ্ছা অবসরে চলে যাবেন।